ধারাবাহিক রচনা

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

শাংকরভাষ্য :

তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ
কচিৎ কদাচিদ্ দ্বিজ বস্তুজাতম্।
বিজ্ঞানমেকং নিজকর্মভেদাদ্
বিভিন্নচিত্তৈর্বহুধাভ্যুপেতম্॥

(বিষ্ণুপুরাণ, ২।১২।৪৩)... ইত্যাদিবাক্যান্যেকত্বপ্রতিপাদকানি।

অপি চ—আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ (ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৩)।

আত্মেত্যেবং শাস্ত্রোক্তলক্ষণঃ পরমাত্মা প্রতিপত্তব্যঃ। তথা হি পরমাত্মপ্রক্রিয়ায়াং জাবালা আত্মত্বেনৈবৈনমভ্যুপগচ্ছন্তি—ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে অহং বৈ ত্বমসি ইতি। তথান্যেঽপি—'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ' (কঠ, ২।১।১০), 'স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ।' (তৈত্তিরীয়, ২।৮।১২), 'তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি' (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০) 'তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম' (তদেব, ২।৫।১৯), 'স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম' (তদেব, ৪।৪।২৫) ইত্যেবমাদয় আত্মত্বোপগমা দ্রষ্টব্যাঃ। গ্রাহয়ন্তি চ বোধয়ন্তি চাত্মত্বেনেশ্বরং বেদান্তবাক্যানি—'এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ' (তদেব, ৩।৭।৩।২৩) 'যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে' (কেন, ১।৫), 'তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্য, ৬।৮।১৬) ইত্যেবমাদীনি।

ননু প্রতীকদর্শনমিদং বিষ্ণুপ্রতিমান্যায়েন ভবিষ্যতি।

তদযুক্তম্, গৌণত্বপ্রসঙ্গাৎ, বাক্যবৈরূপ্যাচ্চ। যত্র হি প্রতীকদৃষ্টিরভিপ্রেয়তে সকৃদেব তত্র বচনং ভবতি। যথা—'মনো ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য, ৩।১৮।১), 'আদিত্যো ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য, ৩।১৯।১) ইতি। ইহ পুনঃ 'ত্বমহমস্মি অহং বৈ ত্বমসি' ইত্যাহ। অতঃ প্রতীকশ্রুতিবৈরূপ্যাদভেদপ্রতিপত্তিঃ। ভেদদৃষ্ট্যপবাদাচ্চ। তথা হি—'অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুঃ (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০), 'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' (তদেব, ৪।৪।১৯), 'যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি॥' (কঠ, ২।১।১৪), 'দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি' (বৃহদারণ্যক, ১।৪।২), 'যদা হ্যেৱ বৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্ত্বেব ভয়ং বিদুষো মন্বানস্য' (তৈত্তিরীয়, ২।৭), 'সর্বং তং পরাদাদ্যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্বং বেদ (বৃহদারণ্যক, ২।৪।৬) ইত্যেবমাদ্যা ভূয়সী

শ্রুতির্ভেদদৃষ্টিমপবদতি। তথা 'আত্মৈবেদং সর্বম্' (ছান্দোগ্য, ৮।২৫।২), 'আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি' 'ইদং সর্বং যদয়মাত্মা' (বৃহদারণ্যক, ২।৪।৬), 'ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বম্' (মুণ্ডক, ২।২।১১) ইতি শ্রুতিঃ। তথা স্মৃতিরপি... তথা বিষ্ণুপুরাণে—

বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥
(৬।৭।৯৬)...

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।
(শ্বেতাশ্বতর, ৪।৫)...

'তত্ত্বমসি' (ছান্দোগ্য, ৬।৮), 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১০) 'ইদং সর্বং যদয়মাত্মা' (তদেব, ২।৪।৬) 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' (তদেব, ২।৫।১৯) 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' (ছান্দোগ্য, ৭।১।৩) 'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ' (ঈশ, ৭) ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণলৌকিকেভ্যশ্চ।...

সহস্রনামজপস্য অনুরূপং মানসস্নানমুচ্যতে—
যস্মিন্ দেবাশ্চ বেদাশ্চ পবিত্রং কৃৎস্নমেকতাম্।
ব্রজেত্তন্মানসং তীর্থং তত্র স্নাত্বামৃতো ভবেৎ॥
জ্ঞানহ্রদে ধ্যানজলে রাগদ্বেষমলাপহে।
যঃ স্নাতি মানসে তীর্থে স যাতি পরমাং গতিম্॥
সরস্বতী রজোরূপা তমোরূপা কলিন্দজা।
সত্ত্বরূপা চ গঙ্গা চ ন যান্তি ব্রহ্ম নির্গুণম্॥
আত্মা নদী সংযমতোয়পূর্ণা
সত্যহ্রদা শীলতটা দয়োর্মিঃ।
তত্রাবগাহং কুরু পাণ্ডুপুত্র
ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥
ইতি মহাভারতে।
'মানসং স্নানং বিষ্ণুচিন্তনম্' ইতি স্মৃতৌ।
জপ্যেনৈব তু সংসিধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্যাদন্যন্ন বা কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ইতি মানবং বচনম্ (মনু, ২।৮৭)।

জপস্তু সর্বধর্মেভ্যঃ পরমো ধর্ম উচ্যতে।
অহিংসয়া চ ভূতানাং জপযজ্ঞঃ প্রবর্ততে॥ ইতি।

'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি' ইতি শ্রীগীতায়াম্ (১০।২৪)।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥
ইত্যাদি। (পদ্মপুরাণ, ৯।৮০।১২)

ভাবানুবাদ : বিষ্ণুপুরাণে বলা হচ্ছে, মহাদেব তথা সমস্ত দেব নারায়ণস্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে বলছেন, ‘‘আমরা দুজনেই এই সংসারের কারণতত্ত্ব।’’ মহাদেবকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, ‘‘আপনি এবং আমি অভিন্ন, অবিদ্যামোহে মোহিত অজ্ঞানীই এই সংসারে ভেদভাব সৃষ্টি করছে।’’

ভবিষ্যপুরাণে মহাদেব বলছেন, ‘‘যারা আমাকে বা ব্রহ্মাকে বিষ্ণুর থেকে পৃথকভাবে দেখে, তাদের কুতর্কবুদ্ধি, মূঢ়তা তাদের নরকগতির কারণ হয়, তারা ব্রহ্মহত্যার সমান পাপে পাপী।’’ হরিবংশপুরাণে মহাদেব বলেছেন, ‘‘হে জনার্দন, ত্রিলোকে শব্দের বা অর্থের কোনও ভেদ তোমাতে আমাতে নেই। তোমাকে যে উপাসনা করে, সে আমাকেই করে, তোমাকে যে দ্বেষ করে, সে আমাকেই করে।’’

অর্থাৎ ভাষ্যকার বলছেন, দেবতাদের অন্তর্বর্তী যে-ভেদ, তাও ভেদাভাস, কোনও নৈমিত্তিক ভেদ, বস্তুত তাত্ত্বিক কোনও ভেদ কোথাও নেই।

অবশেষে, ভাষ্যকার আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন অদ্বৈতের শেষ প্রকরণে—জীব ও ব্রহ্মের একত্বে—'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।' উপনিষদের আলোকে ভাষ্যকার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন মহাবাক্যটি—'তৎ সত্যম্ স আত্মা তত্ত্বমসি।'

যদি বিষ্ণুপ্রতিমাতে পূজার্চনাদি অর্থাৎ সবিকল্প